ইসলাম ও মুক্তচিন্তা

ইসলাম ও মুক্তচিন্তা

ইসলামের নামে মুক্তচিন্তার পক্ষে উপস্থাপিত কিছু যুক্তি ও দলিলের পর্যালোচনা

মাওলানা মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন

নাশাত

ইসলাম ও মুক্তচিন্তা

মাওলানা মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন

প্রথমপ্রকাশ-জানুয়ারি, ২০২০
দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০২১

প্রকাশক

আহসান ইলিয়াস

নাশাত পাবলিকেশন
গিয়াস গার্ডেন, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৫১১৮০৮৯০০, ০১৭১২২৯৮৯৪১

প্রচ্ছদ : লেখক
স্বত্ব © সংরক্ষিত

মূল্য : ১৭০ (একশ সত্তর) টাকা মাত্র

পরিবেশক
রকমারি, ওয়াফিলাইফ, বাংলারপ্রকাশন

অর্পণ

মুসলিম পরিচয় ধারণ করেও যারা মুক্তচিন্তা, লিবারেলিজম ও মডার্ন ইসলাম ধারণার পক্ষে কাজ করেন এবং এ-জাতীয় চিন্তাগুলো মুসলিমসমাজে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেন, তাদের হেদায়েত কামনায়। ঐসব ভাইয়ের দরজা বুলন্দি ও কবুলিয়্যাতের জন্য, যারা কেবল আক্ষরিক জ্ঞান নয়; বরং সালাফদের থেকে যুগপরম্পরায় প্রাপ্ত দীনের ধারাবাহিক বুঝ সংরক্ষণ করতে নিজেদের নিয়োজিত করেন। আমিন।

নাশাতের আরও কিছু বই

খোলাসাতুল কোরআন/ মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম শেখোপুরী রহ.
মোগল পরিবারের শেষদিনগুলি/ খাজা হাসান নিজামী
তুরস্কে পাঁচ দিন/ ড. মুসতফা কামাল
(মাওলানা জুলফিকার আহমাদ নকশবন্দির সফরনামা)
কিংবদন্তির কথা বলছি/ আহমাদ সাব্বির
ইসলাম ও কোয়ান্টাম মেথড/ মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন
হিউম্যান বিয়িং : শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব/ ইফতেখার সিফাত
সিরাতে রাসুল : শিক্ষা ও সৌন্দর্য/ ড. মুসতফা সিবায়ী
খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস/ মাওলানা ইসমাইল রেহান
ড. কাজী দীন মুহম্মদ : জীবন ও সাহিত্য/ জুবাইর আহমদ আশরাফ
আমার ঘুম আমার ইবাদত/ আহমাদ সাব্বির
গুনাহ থেকে বাঁচুন/ মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ.

আমাদের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াবিকা নাসতাইনু ইয়া কারিম।

এটি মুক্তচিন্তা বিষয়ক স্বতন্ত্র রচনা নয়; বরং কতিপয় আধুনিক ইসলামি বুদ্ধিজীবীর পক্ষ থেকে প্রচলিত মুক্তচিন্তা, উদারনৈতিকতাবাদ ও তার চর্চার পক্ষে কুরআন ও হাদিসের যেসব নুসুস (টেক্সট বা রেফারেন্স) উপস্থাপন করা হয়, তার পর্যালোচনা। মুক্তচিন্তা যেহেতু মুক্তচিন্তাই, তাই অল্প কথায় এর সুনির্দিষ্ট পরিচয় তুরে ধরা মুশকিল। খোদ মুক্তচিন্তাবিদদের মাঝেও এ নিয়ে আছে নানা তর্ক। তবে মুক্তচিন্তার সকল ধারা-উপধারা এ কথায় একমত যে মানবীয় জ্ঞান ও যুক্তি যে তত্ত্বের কার্যকারণ বা হাকিকত ব্যাখ্যা করতে অপারগ, তা সত্য হিসেবে মেনে নেওয়া হবে না, যদিও তা আসমানি প্রত্যাদেশ হয়। কেউ কেউ অবশ্য ইমান গ্রহণের পর ধর্মীয় তত্ত্বের উপর গবেষণাকেও মুক্তচিন্তা বলার চেষ্টা করেন; তবে তা একেবারেই আক্ষরিক; একাডেমিক ও জনপ্রিয় নয়।

কিন্তু বিদ্যমান সমাজতত্ত্বে 'মুক্তবুদ্ধি' বা মুক্তচিন্তা চর্চা বলতে যা বুঝায়, এককথায় তা হচ্ছে সমাজে যেকোনো ধরনের ভিন্নমত চর্চার অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া। যদিও সে ভিন্নমত হয় মিথ্যা, অনৈতিক, ঘোরতর পাপাচার কিংবা কোনো ধর্ম, ধর্মের বার্তাবাহক ও তার আনীত কিতাবের উপর নির্লজ্জ আক্রমণ। বিশেষত ইসলাম এক্ষেত্রে হয় প্রাথমিক লক্ষ্য। তাই দুনিয়াজুড়ে ইসলামের বিধিবদ্ধ বিশ্বাস থেকে মুক্ত হওয়া, প্রত্যাখ্যান করা, আক্রমণ করা ও অহেতুক প্রশ্ন করার আগ্রহ থেকে মুক্তচিন্তার চর্চার একটা কাঠামো বা বলয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা পশ্চিমা সমাজবিজ্ঞান ও একান্ত বস্তুবাদী জ্ঞানের প্রত্যেক উৎসে নেতৃত্ব দিচ্ছে সগৌরবে। প্রশ্ন হচ্ছে ইসলাম বিষয়টাকে কীভাবে মূল্যায়ন করবে?

মুক্তচিন্তা বিকাশের কাল সেই ষোলো শতক থেকেই এ প্রশ্ন ও বিতর্ক চলে আসছে যে মুক্তচিন্তা চর্চায় ধর্মের কোনো ক্ষতি হয় কি না। যদিও এর বিচার হবে তাৎক্ষণিক ব্যক্তি মুক্তচিন্তা বলতে কী বুঝায় তার উপর। কিন্তু মানবীয় যুক্তি দিয়ে ইসলামের বিধিবদ্ধতাকে প্রশ্ন করা এবং সত্য-মিথ্যা হিসেবে তা গ্রহণ ও বর্জনের এখতিয়ার খোঁজা অথবা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা কর্তৃক

নির্ধারিত মানদণ্ডের বিপরীতে ভিন্নচিন্তা চর্চার অধিকার বিষয়ে ইসলামের অবস্থান যে নেতিবাচক তা নিয়ে আমাদের কোনো সংশয় নেই। ইসলামের বাইরের যত চিন্তা, যদিও তা আপাত কারো কাছে কল্যাণকর মনে হয়, তা যে মিথ্যা ও চর্চাযোগ্য নয়, প্রকাশ্যে এই ঘোষণা দিতে ইসলামের কোনো দ্বিধা নেই। বরং ইসলাম এজন্যই এসেছে যে সে ঠিক করে দেবে ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও মিথ্যা।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো পশ্চিমা মানসে লালিত আধুনিক দায়িদের একটা বড় অংশ কুরআনুল কারিমের কিছু আয়াত পেশ করে প্রচলিত মুক্তচিন্তা চর্চার অধিকারের পক্ষে ইসলামের ইতিবাচক অবস্থান তুলে ধরতে চেষ্টা করেন, যা অত্যন্ত ভ্রান্তিকর। এ অঞ্চলেও কিছু আলিম ও দায়ির এমন মনোভাব ও তৎপরতা চোখে পড়ছে, যারা প্রচলিত মুক্তচিন্তার দর্শনকে ইসলামিকরণের পক্ষে।[১] সম্প্রতি ড. মাওলানা শামছুল হক সিদ্দিক নামের একজন দায়ির 'রাসুল সা. ও মুক্তচিন্তা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, যাতে কুরআনুল কারিমের প্রায় সাঁইত্রিশটি আয়াত উল্লেখপূর্বক মুক্তচিন্তা চর্চার পক্ষে ইসলামের ইতিবাচক অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা তার সেই নিবন্ধের পর্যালোচনা জরুরি মনে করছি।

মুক্তচিন্তার পক্ষে মডারেট দায়িদের উপস্থাপিত প্রায় সব দলিল তাঁর প্রবন্ধে চলে আসায় আমরা প্রবন্ধ ও প্রবন্ধে আলোচিত দাবিগুলো সামনে রেখে এই বইয়ে মুক্তচিন্তা চর্চার বিষয়ে ইসলামের সঠিক অবস্থান তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। পেশকৃত আয়াতের সঠিক তাফসির ও পর্যালোচনা দেখলে যে-কারো কাছেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

এখানে একটা কথা বলে রাখি, পরিভাষাকে পারিভাষিক দিক থেকে না বুঝে, শাব্দিক দিক থেকে বুঝলে পর্যালোচনার ক্ষেত্রে মোটাদাগে মতানৈক্য তৈরি হয়। চিন্তা ও আদর্শ ধারণ করে এমন যেকোনো শব্দের একটা পারিভাষিক অর্থ থাকে। আর ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে তা-ই পর্যালোচনার মূল কেন্দ্র। কিন্তু আজকাল মুসলিমদের মাঝে পশ্চিম থেকে ধেয়ে আসা ইমানবিধ্বংসী পরিভাষাগুলোকে আক্ষরিক অর্থে ইসলামাইজেশন করার প্রবণতা মহামারির রূপ ধারণ করেছে। এই শাব্দিক সরলীকরণের মাধ্যমেই প্রচলিত মুক্তচিন্তা সেকুলারিজম জাতীয় মতবাদগুলোকেও ইসলামাইজেশন

---

১. https://youtu. be/Q- TCbVEkUos

করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এই দর্শনগুলোর কুফরি দিকগুলো নিয়ে যথেষ্ট সংশয় সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে সাধারণ মুসলমানদের মাঝে এ নিয়ে বাড়ছে বিভ্রান্তি।

তাই আমরা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে মুক্তচিন্তার পারিভাষিক দিক ও সমাজে প্রচলিত ভিন্নমত চর্চার যে দাবি, তা সামনে রেখে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছি। মডারেট দায়িগণ মুক্তচিন্তা চর্চাকে ইসলামিকরণের ক্ষেত্রে সাধারণত কুরআনুল কারিমের যেসব আয়াত পেশ করেন, আমরা চেষ্টা করেছি গ্রহণযোগ্য ও প্রসিদ্ধ তাফসিরগ্রন্থ থেকে সেসব আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট তাফসিরসমূহ পেশ করতে, যাতে তাদের বুঝের সাথে শরিয়াহর বুঝের ব্যবধান সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ ছাড়া মক্কার কাফিরদের নির্যাতন ও জুলুমের বিপরীতে শুরুর দিকে ইসলাম এড়িয়ে যাওয়া, ক্ষমা করে দেওয়া, ভ্রুক্ষেপ না করার যে নীতি গ্রহণ করেছে, তা যে মুক্তচিন্তা চর্চার অধিকার বুঝায় না, সেই তাৎপর্যের দিক থেকে আমরা এই উদার নীতি নিয়েও কিছুটা আলোচনা করেছি।

কোন ব্যক্তিবিশেষকে খণ্ডন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উম্মাহর যেন বিভ্রান্তি দূর হয়, সেদিকে অগ্রসর হওয়া আমাদের উদ্দেশ্য। তবে আশা করছি এতে মুক্তচিন্তা চর্চার পক্ষে যারা কথা বলেন ও একে ইসলামিকরণের প্রচেষ্টা চালান, আমাদের এই চেষ্টা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পুনর্বিবেচনা করতে সহায়তা করবে। আমরা তাদের জন্য দোয়া করি। আমাদের এ কাজের সকল সহযোগীকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়েতের উপর অটল রাখুক। ইমানি দৃঢ়তা দান করুক। বইয়ে উদ্ধৃত সংশ্লিষ্ট তাফসিরসূত্রসহ সকল বিচ্যুতির দায় আমরা আন্তরিকভাবে স্বীকার করি এবং তা সংশোধনের সদিচ্ছা লালন করি। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তাঁর বান্দার এই ক্ষুদ্র চেষ্টাটুকু কবুল করেন ও তাকে ক্ষমা করেন। তিনিই একমাত্র ক্ষমাকারী। আমিন।

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বর্তমান পুরো পাশ্চাত্য সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে ব্যক্তিসত্তার স্বতন্ত্র অধিকারের দাবিমূলক একটি দর্শনের উপর। আর তা হল হিউম্যান বিয়িং। বলা যায়, পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যমণি হল হিউম্যানিজম। এই হিউম্যান বিয়িং হল এমন সত্তা, যে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সর্বপ্রকার কর্তৃত্ব ও জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে মনে করে। সবকিছুর পাশাপাশি সে চিন্তার ক্ষেত্রেও নিজেকে স্বাধীন মনে করে। এটাই হল মুক্তচিন্তা। এর উদ্দেশ্য হল, নানা জায়গা থেকে প্রশ্ন তুলে ধর্ম সম্পর্কে জনমনে সংশয় সৃষ্টি করা। ইসলামের বিধানাবলিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে উপস্থাপন করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে কটূক্তি করা। সাহাবায়ে কেরাম ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের নিয়ে বিষোদ্গার করা।

ইউরোপের এনলাইটেনমেন্টের আন্দোলনের অন্যতম দর্শন এবং ফল এ মুক্তচিন্তা। এনলাইটেনমেন্ট ও মুক্তচিন্তা উভয়টিরই রয়েছে একটি বিশেষ ইতিহাস এবং পরিভাষা। আদতে তা ধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন। আজ পর্যন্ত সমস্ত মুক্তমনার আচরণে আমরা এক অদ্ভুত মিল দেখতে পাই। তারা চিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষত একটা বিষয় থেকেই স্বাধীন হতে চায়। আর তা হল, ইলমে অহির বিধিবদ্ধতা থেকে স্বাধীনতা। আল্লাহ, তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, উম্মুল মুমিনীন ও ইসলামি অনুশাসন নিয়ে কটূক্তি হল এর অনিবার্য ফল। কারণ ইসলামই হলো সকল কিছুর একমাত্র মাপকাঠি। ইসলাম দিয়ে সব কিছুর বিচার করতে হবে। ইসলামকে বিচার করার মতো কোনো মাপকাঠি এবং নামের অস্তিত্ব নেই। এমনকি ফিতরাত, কল্যাণ, আকল, আদল, নৈতিকতা ও মানবাধিকারের মতো বিষয়গুলো দিয়ে ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না। ইসলামই একমাত্র আদল, ফিতরাত, অধিকার, কল্যাণ ও নৈতিকতা। ফলে আলাদা করে সেগুলোকে উল্লেখপূর্বক কোনো কিছু পর্যালোচনা করার নীতি গ্রহণ করার অর্থই হলো ইসলামের বাইরে অন্য কোনো মানদণ্ড মেনে নেওয়া। আর তখন মানবীয় আকলের সীমাবদ্ধতার দরুন অনেক কিছুই প্রশ্নবিদ্ধ মনে হতে পারে। এমন নীতি মূলত ‘ইসলামই একমাত্র হক‘ এই দাবির সাথে পরিপূর্ণ সাংঘর্ষিক। ইসলাম কখনোই মুক্তচিন্তা সমর্থন করে না। ইসলাম মানুষের চিন্তাকে মহান